

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জুলাই ৩, ২০১১

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৩রা জুলাই, ২০১১/১৯শে আষাঢ়, ১৪১৮

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৩রা জুলাই, ২০১১ (১৯শে আষাঢ়, ১৪১৮) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০১১ সনের ১৪ নং আইন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কতিপয় বিধানের অধিকতর সংশোধনকল্পে
প্রণীত আইন

যেহেতু নিবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কতিপয় বিধানের অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিরূপ আইন করা হইল:—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংবিধানের প্রারম্ভে, প্রস্তাবনার উপরে সংশোধন।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (অতঃপর সংবিধান বলিয়া উল্লিখিত), এর প্রারম্ভে, প্রস্তাবনার উপরে “বিসমিল্লাহির-রহমানির রহিম (দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহের নামে)” শব্দগুলি, কমা, চিহ্নগুলি ও বন্ধনীর পরিবর্তে নিম্নরূপ শব্দগুলি, চিহ্নগুলি, কমাগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“বিসমিল্লাহির-রহমানির রহিম
(দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহের নামে)/
পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে।”।

(৭৮৮৯)

মূল্য : টাকা ২০.০০

৩। সংবিধানের প্রস্তাবনার সংশোধন।—সংবিধানের প্রস্তাবনার—

- (ক) প্রথম অনুচ্ছেদে “জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধের” শব্দগুলির পরিবর্তে “জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং
- (খ) দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিরূপ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—
- “আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল—জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে;”।

৪। সংবিধানের ২ক অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন।—সংবিধানের ২ক অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ২ক অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“২ক। রাষ্ট্রধর্ম।—প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন।”।

৫। সংবিধানের ৪ক অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন।—সংবিধানের ৪ক অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ৪ক অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“৪ক। জাতির পিতার প্রতিকৃতি।—জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার ও প্রধান বিচারপতির কার্যালয় এবং সকল সরকারী ও আধা-সরকারী অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করিতে হইবে।”।

৬। সংবিধানের ৬ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন।—সংবিধানের ৬ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ৬ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

- “৬। নাগরিকত্ব।—১) বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে।
- (২) বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।”।

৭। সংবিধানে নূতন ৭ক এবং ৭খ অনুচ্ছেদের সন্নিবেশ।—সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদের পর নিম্নরূপ দুইটি নূতন অনুচ্ছেদ যথাক্রমে ৭ক এবং ৭খ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

“৭ক। সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদি অপরাধ।—(১) কোন ব্যক্তি শক্তি প্রদর্শন বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোন অসাংবিধানিক পন্থায়—

- (ক) এই সংবিধান বা ইহার কোন অনুচ্ছেদ রদ, রহিত বা বাতিল বা স্থগিত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে; কিংবা
- (খ) এই সংবিধান বা ইহার কোন বিধানের প্রতি নাগরিকের আস্থা, বিশ্বাস বা প্রত্যয় পরাহত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে—

তাহার এই কার্য রাষ্ট্রদ্রোহিতা হইবে এবং ঐ ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে দোষী হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি (১) দফায় বর্ণিত—

(ক) কোন কার্য করিতে সহযোগিতা বা উস্কানি প্রদান করিলে; কিংবা

(খ) কার্য অনুমোদন, মার্জনা, সমর্থন বা অনুসমর্থন করিলে—

তাহার এইরূপ কার্যও একই অপরাধ হইবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত অপরাধে দোষী ব্যক্তি প্রচলিত আইনে অন্যান্য অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

৭খ। সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন অযোগ্য।—
সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হইবে।”।

৮। সংবিধানের ৮ অনুচ্ছেদের সংশোধন।—সংবিধানের ৮ অনুচ্ছেদের (১) ও (১ক) দফার পরিবর্তে নিম্নরূপ (১) দফা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“(১) জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা—এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।”।

৯। সংবিধানের ৯ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন।—সংবিধানের ৯ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ৯ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“৯। জাতীয়তাবাদ।—ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালী জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।”।

১০। সংবিধানের ১০ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন।—সংবিধানের ১০ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ১০ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“১০। সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি।—মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।”।

১১। সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন।—সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ১২ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“১২। ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা।—ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য

- (ক) সর্ব প্রকার সাম্প্রদায়িকতা,
- (খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান,
- (গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার,
- (ঘ) কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন,

বিলোপ করা হইবে।”।

১২। সংবিধানে নূতন ১৮ক অনুচ্ছেদের সন্নিবেশ।—সংবিধানের ১৮ অনুচ্ছেদের পর নিম্নরূপ নূতন ১৮ক অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

“১৮ক। পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।—রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন।”।

১৩। সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদের সংশোধন।—সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদের (২) দফার পর নিম্নরূপ নূতন (৩) দফা সংযোজিত হইবে, যথা:—

“(৩) জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।”।

১৪। সংবিধানে নূতন ২৩ক অনুচ্ছেদের সন্নিবেশ।—সংবিধানের ২৩ অনুচ্ছেদের পর নিম্নরূপ নূতন ২৩ক অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

“২৩ক। উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি।—রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।”।

১৫। সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদের সংশোধন।—সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদের—

- (ক) (১) দফায় উল্লিখিত “(১)” সংখ্যা ও বন্ধনী বিলুপ্ত হইবে; এবং
- (খ) (২) দফা বিলুপ্ত হইবে।

১৬। সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন।—সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ৩৮ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“৩৮। সংগঠনের স্বাধীনতা।—জনশৃংখলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তির উক্তরূপ সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার কিংবা উহার সদস্য হইবার অধিকার থাকিবে না, যদি—

- (ক) উহা নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়;
- (খ) উহা ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান বা ভাষার ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়;
- (গ) উহা রাষ্ট্র বা নাগরিকদের বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোন দেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী বা জঙ্গী কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়; বা
- (ঘ) উহার গঠন ও উদ্দেশ্য এই সংবিধানের পরিপন্থী হয়।”।

১৭। সংবিধানের ৪২ অনুচ্ছেদের সংশোধন।—সংবিধানের ৪২ অনুচ্ছেদের (২) এবং (৩) দফার পরিবর্তে নিম্নরূপ (২) দফা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত আইনে ক্ষতিপূরণসহ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রীয়ভরণ বা দখলের বিধান করা হইবে এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ কিংবা ক্ষতিপূরণ নির্ণয় ও প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা হইবে; তবে অনুরূপ কোন আইনে ক্ষতিপূরণের বিধান অপরিপূর্ণ হইয়াছে বলিয়া সেই আইন সম্পর্কে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।”।

১৮। সংবিধানের ৪৪ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন।—সংবিধানের ৪৪ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ৪৪ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“৪৪। মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ।—(১) এই ভাগে প্রদত্ত অধিকারসমূহ বলবৎ করিবার জন্য এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের নিকট মামলা রুজু করিবার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হইল।

(২) এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীন হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতার হানি না ঘটাইয়া সংসদ আইনের দ্বারা অন্য কোন আদালতকে তাহার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ঐ সকল বা উহার যে কোন ক্ষমতা দান করিতে পারিবেন।”।

১৯। সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের সংশোধন।—সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের—

(ক) (২) দফার শর্তাংশের পরিবর্তে নিম্নরূপ শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“তবে শর্ত থাকে যে, এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই অনুরূপ কোন আইনকে সংশোধন, পরিবর্তন বা বাতিল করা হইতে নিবৃত্ত করিবে না।”; এবং

(খ) (৩) দফায় “সহায়ক বাহিনীর সদস্য” শব্দগুলির পর “বা অন্য কোন ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি বা সংগঠন” শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত হইবে।

২০। সংবিধানের ৫৮ক অনুচ্ছেদের বিলোপ।—সংবিধানের ৫৮ক অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে।

২১। সংবিধানের ২ক পরিচ্ছেদে-নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলোপ।—সংবিধানের “২ক পরিচ্ছেদ- নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার” বিলুপ্ত হইবে।

২২। সংবিধানের ৬১ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন।—সংবিধানের ৬১ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ অনুচ্ছেদ ৬১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“৬১। সর্বাধিনায়কতা।—বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত হইবে এবং আইনের দ্বারা তাহার প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত হইবে।”।

২৩। সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের সংশোধন।—সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের—

(ক) (৩) দফার “পঁয়তাল্লিশটি আসন” শব্দগুলির পরিবর্তে “পঞ্চাশটি আসন” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) (৩) দফার পর নিম্নরূপ (৩ক) দফা সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

“(৩ক) সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অবশিষ্ট মেয়াদে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত তিন শত সদস্য এবং (৩) দফায় বর্ণিত পঞ্চাশ মহিলা-সদস্য লইয়া সংসদ গঠিত হইবে।”।

২৪। সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের সংশোধন।—সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের—

(ক) (২) দফার (ঘঘ) উপ-দফা বিলুপ্ত হইবে;

(খ) বিলুপ্ত (ঘঘ) উপ-দফার পর নিম্নরূপ নূতন (ঙ) ও (চ) উপ-দফা সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

“(ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন যে কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইয়া থাকেন;

(চ) আইনের দ্বারা পদাধিকারীকে অযোগ্য ঘোষণা করিতেছে না, এমন পদ ব্যতীত তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন; অথবা”;

(গ) (২ক) দফার পরিবর্তে নিম্নরূপ (২ক) দফা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“(২ক) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার (গ) উপ-দফা তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হইয়া কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিলে এবং পরবর্তীতে উক্ত ব্যক্তি—

(ক) দ্বৈত নাগরিকত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে, বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগ করিলে; কিংবা

(খ) অন্য ক্ষেত্রে, পুনরায় বাংলাদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিলে—

এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে তিনি বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন না।”; এবং

(ঘ) (২ক) দফার পর নিম্নরূপ নূতন (৩) দফা সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

“(৩) এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কোন ব্যক্তি কেবল রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী হইবার কারণে প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বলিয়া গণ্য হইবেন না।”।

২৫। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন।—সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ৭০ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“৭০। রাজনৈতিক দল হইতে পদত্যাগ বা দলের বিপক্ষে ভোটদানের কারণে আসন শূন্য হওয়া।—কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি—

(ক) উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন, অথবা

(খ) সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন,

তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে, তবে তিনি সেই কারণে পরবর্তী কোন নির্বাচনে সংসদ-সদস্য হইবার অযোগ্য হইবেন না।”।

২৬। সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের সংশোধন।—সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদের দফা (১) এর প্রথম শর্তাংশে উল্লিখিত “তবে শর্ত থাকে যে,” শব্দগুলি ও কমার পর “১২৩ অনুচ্ছেদের (৩) দফার (ক) উপ-দফায় উল্লিখিত নব্বই দিন সময় ব্যতীত অন্য সময়ে” শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২৭। সংবিধানের ৮০ অনুচ্ছেদের সংশোধন।—সংবিধানের ৮০ অনুচ্ছেদের—

(ক) (৩) দফার পরিবর্তে নিম্নরূপ (৩) দফা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“(৩) রাষ্ট্রপতির নিকট কোন বিল পেশ করিবার পর পনের দিনের মধ্যে তিনি তাহাতে সম্মতিদান করিবেন কিংবা অর্থবিল ব্যতীত অন্য কোন বিলের ক্ষেত্রে বিলটি বা তাহার কোন বিশেষ বিধান পুনর্বিবেচনার কিংবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দেশিত কোন সংশোধনী বিবেচনার অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া একটি বার্তাসহ তিনি বিলটি সংসদে ফেরত দিতে পারিবেন; এবং রাষ্ট্রপতি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।”; এবং

(খ) (৪) দফায় উল্লিখিত “মোট সংসদ-সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা” শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

২৮। সংবিধানের ৮২ অনুচ্ছেদের সংশোধন।—সংবিধানের ৮২ অনুচ্ছেদের শর্তাংশে “তবে শর্ত থাকে যে,” শব্দগুলি ও কুমার পর “কোন অর্থ বিলে” শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২৯। সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদের সংশোধন।—সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদের (১) দফায় “সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় অথবা উহার অধিবেশনকাল ব্যতীত” শব্দগুলির পরিবর্তে “সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় অথবা উহার অধিবেশনকাল ব্যতীত” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩০। সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন।—সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ৯৫ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“৯৫। বিচারক-নিয়োগ।—(১) প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারককে নিয়োগদান করিবেন।

(২) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক না হইলে, এবং

(ক) সুপ্রীম কোর্টে অন্যান্য দশ বৎসরকাল এ্যাডভোকেট না থাকিয়া থাকিলে; অথবা

(খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অন্যান্য দশ বৎসর কোন বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠান না করিয়া থাকিলে; অথবা

(গ) সুপ্রীমকোর্টের বিচারকপদে নিয়োগলাভের জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতা না থাকিয়া থাকিলে;

তিনি বিচারকপদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।

(৩) এই অনুচ্ছেদে “সুপ্রীম কোর্ট” বলিতে এই সংবিধান প্রবর্তনের পূর্বে যে কোন সময়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে আদালত হাইকোর্ট হিসাবে এখতিয়ার প্রয়োগ করিয়াছে, সেই আদালত অন্তর্ভুক্ত হইবে।”।

৩১। সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন।—সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ৯৬ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“৯৬। বিচারকদের পদের মেয়াদ।—(১) এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে কোন বিচারক সাতষটি বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্থায় পদে বহাল থাকিবেন।

(২) এই অনুচ্ছেদের নিরূপ বিধানাবলী অনুযায়ী ব্যতীত কোন বিচারককে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করা যাইবে না।

(৩) একটি সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল থাকিবে যাহা এই অনুচ্ছেদে “কাউন্সিল” বলিয়া উল্লেখিত হইবে এবং বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারকের মধ্যে পরবর্তী যে দুইজন কর্মে প্রবীণ তাঁহাদের লইয়া গঠিত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কাউন্সিল যদি কোন সময়ে কাউন্সিলের সদস্য এইরূপ কোন বিচারকের সামর্থ্য বা আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করেন, অথবা কাউন্সিলের কোন সদস্য যদি অনুপস্থিত থাকেন অথবা অসুস্থতা কিংবা অন্য কোন কারণে কার্য করিতে অসমর্থ্য হন তাহা হইলে কাউন্সিলের যাহারা সদস্য আছেন তাঁহাদের পরবর্তী যে বিচারক কর্মে প্রবীণ তিনিই অনুরূপ সদস্য হিসাবে কার্য করিবেন।

(৪) কাউন্সিলের দায়িত্ব হইবে—

(ক) বিচারকগণের জন্য পালনীয় আচরণ বিধি নির্ধারণ করা; এবং

(খ) কোন বিচারকের অথবা কোন বিচারক যেরূপ পদ্ধতিতে অপসারিত হইতে পারেন সেইরূপ পদ্ধতি ব্যতীত তাহার পদ হইতে অপসারণযোগ্য নহেন এইরূপ অন্য কোন পদে আসীন ব্যক্তির সামর্থ্য বা আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করা।

(৫) যে ক্ষেত্রে কাউন্সিল অথবা অন্য কোন সূত্র হইতে প্রাপ্ত তথ্যে রাষ্ট্রপতির এইরূপ বুঝিবার কারণ থাকে যে কোন বিচারক—

(ক) শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে তাহার পদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করিতে অযোগ্য হইয়া পড়িতে পারেন, অথবা

(খ) গুরুতর অসদাচরণের জন্য দোষী হইতে পারেন, সেইক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কাউন্সিলকে বিষয়টি সম্পর্কে তদন্ত করিতে ও উহার তদন্ত ফল জ্ঞাপন করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন।

(৬) কাউন্সিল তদন্ত করিবার পর রাষ্ট্রপতির নিকট যদি এইরূপ রিপোর্ট করেন যে, উহার মতে উক্ত বিচারক তাহার পদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছেন অথবা গুরুতর অসদাচরণের জন্য দোষী হইয়াছেন তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা উক্ত বিচারককে তাহার পদ হইতে অপসারিত করিবেন।

(৭) এই অনুচ্ছেদের অধীনে তদন্তের উদ্দেশ্যে কাউন্সিল স্বীয় কার্য-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করিবেন এবং পরওয়ানা জারী ও নির্বাহের ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের ন্যায় উহার একই ক্ষমতা থাকিবে।

(৮) কোন বিচারক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।”।

৩২। সংবিধানের ৯৮ অনুচ্ছেদের সংশোধন।—সংবিধানের ৯৮ অনুচ্ছেদের “একজন এ্যাডহক বিচারক হিসাবে যে কোন অস্থায়ী মেয়াদের জন্য আপীল বিভাগের আসন গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ বিচারক এইরূপ আসন গ্রহণকালে আপীল বিভাগের একজন বিচারকের ন্যায় একই এখতিয়ার ও ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন” শব্দগুলির পরিবর্তে “যে কোন অস্থায়ী মেয়াদের জন্য আপীল বিভাগের আসন গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩৩। সংবিধানের ৯৯ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন।—সংবিধানের ৯৯ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ৯৯ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“৯৯। অবসর গ্রহণের পর বিচারকগণের অক্ষমতা।—(১) কোন ব্যক্তি (এই সংবিধানের ৯৮ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী-অনুসারে অতিরিক্ত বিচারকরূপে দায়িত্ব পালন ব্যতীত) বিচারকরূপে দায়িত্ব পালন করিয়া থাকিলে উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণের বা অপসারিত হইবার পর তিনি কোন আদালত বা কোন কর্তৃপক্ষের নিকট ওকালতি বা কার্য করিবেন না এবং বিচার বিভাগীয় বা আধা-বিচার বিভাগীয় পদ ব্যতীত প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।

(২) (১) দফায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক পদে বহাল থাকিলে উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি আপীল বিভাগে ওকালতি বা কার্য করিতে পারিবেন।”।

৩৪। সংবিধানের ১০০ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন।—সংবিধানের ১০০ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ১০০ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“১০০। সুপ্রীম কোর্টের আসন।—রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকিবে, তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লইয়া প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে অন্য যে স্থান বা স্থানসমূহ নির্ধারণ করিবেন, সেই স্থান বা স্থানসমূহে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে।”।

৩৫। সংবিধানের ১০১ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন।—সংবিধানের ১০১ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ১০১ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“১০১। হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার।—এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা হাইকোর্ট বিভাগের উপর যেসকল আদি, আপীল ও অন্য প্রকার এখতিয়ার ও ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, উক্ত বিভাগের সেইরূপ এখতিয়ার ও ক্ষমতা থাকিবে।”।

৩৬। সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন।—সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ১০২ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“১০২। কতিপয় আদেশ ও নির্দেশ প্রভৃতি দানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা।—(১) কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে এই সংবিধানের তৃতীয় ভাগের দ্বারা অর্পিত অধিকারসমূহের যে কোন একটি বলবৎ করিবার জন্য প্রজাতন্ত্রের বিষয়াবলীর সহিত সম্পর্কিত কোন দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিসহ যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট বিভাগ উপযুক্ত নির্দেশাবলী বা আদেশাবলী দান করিতে পারিবেন।

(২) হাইকোর্ট বিভাগের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আইনের দ্বারা অন্য কোন সমফলপ্রদ বিধান করা হয় নাই, তাহা হইলে

(ক) যে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে—

(অ) প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তিকে আইনের দ্বারা অনুমোদিত নয়, এমন কোন কার্য করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য কিংবা আইনের দ্বারা তাহার করণীয় কার্য করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা

(আ) প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তির কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন কার্যধারা আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে করা হইয়াছে বা গৃহীত হইয়াছে ও তাহার কোন আইনগত কার্যকরতা নাই বলিয়া ঘোষণা করিয়া

উক্ত বিভাগ আদেশদান করিতে পারিবেন; অথবা

(খ) যে কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে—

(অ) আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে বা বেআইনী উপায়ে কোন ব্যক্তিকে প্রহরায় আটক রাখা হয় নাই বলিয়া যাহাতে উক্ত বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইতে পারে, সেইজন্য প্রহরায় আটক উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত বিভাগের সম্মুখে আনয়নের নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা

(আ) কোন সরকারি পদে আসীন বা আসীন বলিয়া বিবেচিত কোন ব্যক্তিকে তিনি কোন্ কর্তৃত্ববলে অনুরূপ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠানের দাবী করিতেছেন, তাহা প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করিয়া

উক্ত বিভাগ আদেশদান করিতে পারিবেন।

(৩) উপরি-উক্ত দফাসমূহে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন আইনের ক্ষেত্রে বর্তমান অনুচ্ছেদের অধীন অন্তর্বর্তীকালীন বা অন্য কোন আদেশ দানের ক্ষমতা হাইকোর্ট বিভাগের থাকিবে না।

(৪) এই অনুচ্ছেদের (১) দফা কিংবা এই অনুচ্ছেদের (২) দফার (ক) উপ-দফার অধীন কোন আবেদনক্রমে যে ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী আদেশ প্রার্থনা করা হইয়াছে এবং অনুরূপ অন্তর্বর্তী আদেশ

(ক) যেখানে উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য কোন ব্যবস্থার কিংবা কোন উন্নয়নমূলক কার্যের প্রতিকূলতা বা বাধা সৃষ্টি করিতে পারে; অথবা

(খ) যেখানে অন্য কোনভাবে জনস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে

সেইখানে অ্যাটার্নি-জেনারেলকে উক্ত আবেদন সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত নোটিশদান এবং অ্যাটার্নি-জেনারেলের (কিংবা এই বিষয়ে তাহার দ্বারা ভারপ্রাপ্ত অন্য কোন এ্যাডভোকেটের) বক্তব্য শ্রবণ না করা পর্যন্ত এবং এই দফার (ক) বা (খ) উপ-দফায় উল্লিখিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে না বলিয়া হাইকোর্ট বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান না হওয়া পর্যন্ত উক্ত বিভাগ কোন অন্তর্বর্তী আদেশদান করিবেন না।

(৫) প্রসংগের প্রয়োজনে অন্যরূপ না হইলে এই অনুচ্ছেদে “ব্যক্তি” বলিতে সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ অথবা কোন শৃংখলা-বাহিনী সংক্রান্ত আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত কিংবা এই সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত যে কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল অন্তর্ভুক্ত হইবে।”।

৩৭। সংবিধানের ১০৩ অনুচ্ছেদের সংশোধন।—সংবিধানের ১০৩ অনুচ্ছেদের (২) দফার (খ) উপ-দফার পরিবর্তে নিরূপ (খ) উপ-দফা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“(খ) কোন মৃত্যুদণ্ড বহাল করিয়াছেন কিংবা কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন; অথবা”।

৩৮। সংবিধানের ১০৭ অনুচ্ছেদের সংশোধন।—সংবিধানের ১০৭ অনুচ্ছেদের (২) এবং (৩) দফার পরিবর্তে নিরূপ (২) এবং (৩) দফা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“(২) সুপ্রীম কোর্ট এই অনুচ্ছেদের (১) দফা এবং এই সংবিধানের ১১৩ ও ১১৬ অনুচ্ছেদের অধীন দায়িত্বসমূহের ভার উক্ত আদালতের কোন একটি বিভাগকে কিংবা এক বা একাধিক বিচারককে অর্পণ করিতে পারিবেন।

(৩) এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধিসমূহ-সাপেক্ষে কোন কোন বিচারককে লইয়া কোন বিভাগের কোন বেঞ্চ গঠিত হইবে এবং কোন কোন বিচারক কোন উদ্দেশ্যে আসন গ্রহণ করিবেন, তাহা প্রধান বিচারপতি নির্ধারণ করিবেন।”।

৩৯। সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন।—সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ১১৬ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“১১৬। অধস্তন আদালতসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শৃংখলা।—বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচারবিভাগীয় দায়িত্বপালনে রত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল- নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি মঞ্জুরীসহ) ও শৃংখলাবিধান রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাহা প্রযুক্ত হইবে।”।

৪০। সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদের সংশোধন।—সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদের দফা (১) এর উপ-দফা (গ) এ উল্লিখিত “(৩)” সংখ্যা ও বন্ধনীগুলির পরিবর্তে “(৩)” সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪১। সংবিধানের ষষ্ঠ-ক ভাগের বিলোপ।—সংবিধানের ষষ্ঠ-ক ভাগ বিলুপ্ত হইবে।

৪২। সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের সংশোধন।—সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের (১) দফায় “প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া এবং রাষ্ট্রপতি সময়ে সময়ে যেরূপ নির্দেশ করিবেন, সেইরূপ সংখ্যক অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া” শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে “প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চার জন নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪৩। সংবিধানের ১২২ অনুচ্ছেদের সংশোধন।—সংবিধানের ১২২ অনুচ্ছেদের (২) দফার (গ) ও (ঘ) উপ-দফার পরিবর্তে নিম্নরূপ (গ), (ঘ) ও (ঙ) উপ-দফা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

- “(গ) কোন যোগ্য আদালত কর্তৃক তাঁহার সম্পর্কে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা বহাল না থাকিয়া থাকে;
- (ঘ) তিনি ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বা আইনের দ্বারা ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বিবেচিত হন; এবং
- (ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত না হইয়া থাকেন।”।

৪৪। সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদের সংশোধন।—সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদের (৩) দফার পরিবর্তে নিম্নরূপ (৩) দফা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“(৩) সংসদ-সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে

- (ক) মেয়াদ-অবসানের কারণে সংসদ ভাংগিয়া যাইবার ক্ষেত্রে ভাংগিয়া যাইবার পূর্ববর্তী নব্বই দিনের মধ্যে; এবং
- (খ) মেয়াদ-অবসান ব্যতীত অন্য কোন কারণে সংসদ ভাংগিয়া যাইবার ক্ষেত্রে ভাংগিয়া যাইবার পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে ;

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার (ক) উপ-দফা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত ব্যক্তিগণ, উক্ত উপ-দফায় উল্লিখিত মেয়াদ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত, সংসদ সদস্যরূপে কার্যভার গ্রহণ করিবেন না।”।

৪৫। সংবিধানের ১২৫ অনুচ্ছেদের সংশোধন।—সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৫ এর দফা (খ) এর পর নিম্নরূপ নতুন দফা (গ) সংযোজিত হইবে, যথা :

“(গ) কোন আদালত, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হইয়াছে এইরূপ কোন নির্বাচনের বিষয়ে, নির্বাচন কমিশনকে যুক্তিসংগত নোটিশ ও শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া, অন্তর্বর্তী বা অন্য কোনরূপে কোন আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করিবেন না।”।

৪৬। সংবিধানের ১৪১ক অনুচ্ছেদের সংশোধন।—সংবিধানের ১৪১ক অনুচ্ছেদের—

- (ক) (১) দফায় “তাহা হইলে তিনি” শব্দগুলির পর “অনধিক একশত কুড়ি দিনের জন্য” শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;
- (খ) (২) দফার (গ) উপ-দফায় “অতিবাহিত হইবার পূর্বে সংসদের প্রস্তাব-দ্বারা অনুমোদিত না হইলে উক্ত” শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে; এবং
- (গ) (২) দফার শর্তাংশে “উক্ত ত্রিশ দিনের অবসানে” শব্দগুলির পর “অথবা একশত কুড়ি দিন সময়ের অবসানে, যাহা আগে ঘটে,” শব্দগুলি এবং কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৪৭। সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন।—সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ১৪২ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“১৪২। সংবিধানের বিধান সংশোধনের ক্ষমতা।—এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও—

(ক) সংসদের আইন-দ্বারা এই সংবিধানের কোন বিধান সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণের দ্বারা সংশোধিত হইতে পারিবে ;

তবে শর্ত থাকে যে,

(অ) অনুরূপ সংশোধনীর জন্য আনীত কোন বিলের সম্পূর্ণ শিরনামায় এই সংবিধানের কোন বিধান সংশোধন করা হইবে বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লেখ না থাকিলে বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা যাইবে না;

(আ) সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যান্য দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত না হইলে অনুরূপ কোন বিলে সম্মতিদানের জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে না;

(খ) উপরি-উক্ত উপায়ে কোন বিল গৃহীত হইবার পর সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট তাহা উপস্থাপিত হইলে উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিবেন, এবং তিনি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।”।

৪৮। সংবিধানের ১৪৫ক অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন।—সংবিধানের ১৪৫ক অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ১৪৫ক অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“১৪৫ক। আন্তর্জাতিক চুক্তি।—বিদেশের সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হইবে, এবং রাষ্ট্রপতি তাহা সংসদে পেশ করিবার ব্যবস্থা করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় নিরাপত্তার সহিত সংশ্লিষ্ট অনুরূপ কোন চুক্তি কেবলমাত্র সংসদের গোপন বৈঠকে পেশ করা হইবে।”।

৪৯। সংবিধানের ১৪৭ অনুচ্ছেদের সংশোধন।—সংবিধানের ১৪৭ অনুচ্ছেদের (৪) দফারূপ

(ক) (খ) উপ-দফার পরিবর্তে নিম্নরূপ (খ) উপ-দফা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“(খ) প্রধানমন্ত্রী; এবং

(খ) (ঘ) উপ-দফার পরিবর্তে নিম্নরূপ (ঘ) উপ-দফা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“(ঘ) মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী;”।

৫০। সংবিধানের ১৫০ অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন।—সংবিধানের ১৫০ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ১৫০ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“১৫০। ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী।—(১) এই সংবিধানের অন্য কোন বিধান সত্ত্বেও ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে এই সংবিধান প্রবর্তনকালে সংবিধানের চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত বিধানাবলী ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী হিসাবে কার্যকর থাকিবে।

(২) ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখ হইতে ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে এই সংবিধান প্রবর্তন হইবার অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে সংবিধানের পঞ্চম তফসিলে বর্ণিত ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে দেওয়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ, ষষ্ঠ তফসিলে বর্ণিত ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার টেলিগ্রাম এবং সপ্তম তফসিলে বর্ণিত ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র হইল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের ঐতিহাসিক ভাষণ ও দলিল, যাহা উক্ত সময়কালের জন্য ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী বলিয়া গণ্য হইবে।”।

৫১। সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদের সংশোধন।—সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদের (১) দফার—

- (ক) “উপদেষ্টা” অভিব্যক্তির সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইবে;
- (খ) “আইন” অভিব্যক্তির সংজ্ঞার পর নিম্নরূপ সংজ্ঞা সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—
“আদালত” অর্থ সুপ্রীমকোর্টসহ যে কোন আদালত;”; এবং
- (গ) “প্রধান উপদেষ্টা” অভিব্যক্তির সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইবে।

৫২। সংবিধানের প্রথম তফসিলের সংশোধন।—সংবিধানের প্রথম তফসিলের “১৯৭২ সালের বাংলাদেশ (শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ) আদেশ (অস্থায়ী রেষ্ট্রিপতির ১৯৭২ সালের আদেশ নং ১)।” শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি, বন্ধনী এবং দাঁড়ির পর “১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ (১৯৭২ সালের পি.ও নং ৮)।” শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি, বন্ধনী এবং দাঁড়ি সন্নিবেশিত হইবে।

৫৩। সংবিধানের তৃতীয় তফসিলের সংশোধন।—সংবিধানের তৃতীয় তফসিলের—

- (ক) ফরম ১ এর “প্রধান বিচারপতি” শব্দগুলির পরিবর্তে “স্পীকার” শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;
- (খ) ফরম ১ক বিলুপ্ত হইবে;
- (গ) ফরম ২ এর “প্রধানমন্ত্রী” শব্দটির পরিবর্তে “প্রধানমন্ত্রী” শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং
- (ঘ) ফরম ২ক বিলুপ্ত হইবে।

৫৪। সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের সংশোধন।—সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের—

- (ক) “১৫০ অনুচ্ছেদ” সংখ্যা ও শব্দের পরিবর্তে “ ১৫০(১) অনুচ্ছেদ ” সংখ্যা, শব্দ ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং
- (খ) অনুচ্ছেদ ১২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ অনুচ্ছেদ ১২ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—
“১২। স্থানীয় শাসন।—এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন প্রশাসনিক এককাত্মে প্রচলিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা আইনের দ্বারা প্রণীত পরিবর্তন-সাপেক্ষে অব্যাহত থাকিবে।”; এবং”।
- (গ) অনুচ্ছেদ ৩ক, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২ এবং ২৩ বিলুপ্ত হইবে।

৫৫। সংবিধানের কতিপয় তফসিলের সংযোজন।—সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের পর নিম্নরূপ তিনটি নূতন তফসিল যথাক্রমে, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম সংযোজিত হইবে, যথা:—

“পঞ্চম তফসিল
[১৫০ (২) অনুচ্ছেদ]

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর
রহমানের দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণ

ভাইয়েরা আমার,

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কি অন্যায়ে করেছিলাম? নির্বাচনের পর বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাদেরকে ও আওয়ামীলীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং এদেশকে আমরা গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সাথে বলতে হয় ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বৎসরের ইতিহাস মুমূর্ষু নর-নারীর আত্মনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল' জারী করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলনে ৭ জুনে আমার ছেলের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন-গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সাথে দেখা করেছি।

আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করলাম, ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। আমি বললাম, ঠিক আছে আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসবো। আমি বললাম অ্যাসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করবো-এমনকি আমি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।

ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম-আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের

মেসাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে অ্যাসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলা হবে, যদি কেউ অ্যাসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, অ্যাসেম্বলি চলবে। তারপর হঠাৎ ১ তারিখে অ্যাসেম্বলি বন্ধ করে দেয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে অ্যাসেম্বলি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাবো। ভুট্টো বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম থেকে এখানে আসলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করার পর এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপনার ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। কি পেলাম আমরা? আমরা পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে-তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু-আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়েছে।

টেলিফোনে আমার সাথে তার কথা হয়। তাকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরিবের উপর, আমার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে।

আমি তো অনেক আগেই বলে দিয়েছি কীসের রাউন্ড টেবিল, কার সাথে বসবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সাথে বসবো? হঠাৎ আমার সাথে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘন্টার গোপন বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন তাতে সমস্ত দোষ তিনি আমার উপর দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন।

ভাইয়েরা আমার,

২৫ তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঐ শহীদের রক্তের উপর পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। অ্যাসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে। প্রথমে সামরিক আইন 'মার্শাল ল' withdraw করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে অ্যাসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।

আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাছারি, আদালত-ফৌজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য সমস্ত অন্যান্য যে জিনিসগুলো আছে, সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিক্সা, গরুর গাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে- শুধু সেক্রেটারীয়েট, সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা, কোনোকিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়- তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু-আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। ৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর এই ৭ দিনের হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো - কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায়-হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি, অ-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই, তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়।

মনে রাখবেন, রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারীরা যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোন বাঙালী রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশনে আমাদের নিউজ না দেয়, কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘন্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনেপত্র নিতে পারে। পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সাথে দেয়ানেয়া চলবে না।

কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝেবুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

ষষ্ঠ তফসিল

[১৫০ (২) অনুচ্ছেদ]

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

কর্তৃক প্রদত্ত

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্য রাত শেষে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণা (অনূদিত)

“ইহাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি যে, যে যেখানে আছ, যাহার যাহা কিছু আছে, তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও, সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করো। পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও।

শেখ মুজিবুর রহমান

২৬ মার্চ ১৯৭১”

সপ্তম তফসিল

[১৫০ (২) অনুচ্ছেদ]

১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

যেহেতু একটি সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৭১ সনের ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়,

এবং

যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭ জনকে নির্বাচিত করেন,

এবং

যেহেতু সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে ১৯৭১ সনের ৩রা মার্চ তারিখে মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করেন,

এবং

যেহেতু এই আহ্বত পরিষদ-সভা স্বেচ্ছাচারী ও বেআইনীভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়,

এবং

যেহেতু পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ তাহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার পরিবর্তে এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনা অব্যাহত থাকা অবস্থায় একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে,

এবং

যেহেতু এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সনের ২৬ শে মার্চ তারিখে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের মর্যাদা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান,

এবং

যেহেতু একটি বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনায় পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ, অন্যান্যের মধ্যে, বাংলাদেশের বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের উপর নজীরবিহীন নির্যাতন ও গণহত্যার অসংখ্য অপরাধ সংঘটন করিয়াছে এবং এখনও অনবরত করিয়া চলিতেছে,

এবং

যেহেতু পাকিস্তান সরকার একটি অন্যায় যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়া, গণহত্যা করিয়া এবং অন্যান্য দমনমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের পক্ষে একত্রিত হইয়া একটি সংবিধান প্রণয়ন এবং নিজেদের মধ্যে একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে,

এবং

যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাহাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী উদ্দীপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের ভূখণ্ডের উপর তাহাদের কার্যকর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে,

সেহেতু আমরা বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী জনগণ কর্তৃক আমাদেরকে প্রদত্ত কর্তৃত্বের মর্যাদা রক্ষার্থে, নিজেদের সমন্বয়ে যথাযথভাবে একটি গণপরিষদরূপে গঠন করিলাম, এবং

পারস্পরিক আলোচনা করিয়া, এবং

বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থে,

সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্ররূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম এবং তদ্বারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতিপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করিলাম, এবং

এতদ্বারা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি থাকিবেন এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রজাতন্ত্রের উপ-রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, এবং

রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের সকল সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হইবেন,

ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতাসহ প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাহী ও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন,

একজন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ এবং তাঁহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন,

কর আরোপণ ও অর্থ ব্যয়ন ক্ষমতার অধিকারী হইবেন,

গণপরিষদ আহ্বান ও মূলতবীকরণ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন, এবং

বাংলাদেশের জনগণকে একটি নিয়মতান্ত্রিক ও ন্যায্যনুগ সরকার প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল কার্য করিতে পারিবেন।

আমরা বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, কোন কারণে রাষ্ট্রপতি না থাকা বা রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যভার গ্রহণ করিতে অসমর্থ হওয়া বা তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে অসমর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রপতির উপর এতদ্বারা অর্পিত সমুদয় ক্ষমতা, কর্তব্য ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপতির থাকিবে এবং তিনি উহা প্রয়োগ ও পালন করিবেন।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, জাতিমন্ডলীর সদস্য হিসাবে আমাদের উপর যে দায় ও দায়িত্ব বর্তাইবে উহা পালন ও বাস্তবায়ন করার এবং জাতিসংঘের সনদ মানিয়া চলার প্রতিশ্রুতি আমরা দিতেছি।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, স্বাধীনতার এই ঘোষণাপত্র ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, এই দলিল কার্যকর করার লক্ষ্যে এবং রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির শপথ পরিচালনার জন্য আমরা অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে আমাদের যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি নিয়োগ করিলাম।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী
বাংলাদেশের গণপরিষদের ক্ষমতাবলে ও
তদধীনে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত
প্রতিনিধি।”।

২০১১ সনের ১৪ নং আইন**An Act further to amend certain provisions of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh**

WHEREAS it is expedient and necessary further to amend certain provisions of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh for the purposes hereinafter appearing;

It is hereby enacted as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Constitution (Fifteenth Amendment) Act, 2011.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment in the beginning of the Constitution, above the Preamble.—In the beginning of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh (hereinafter referred to as the Constitution), above the preamble, for the words, commas, signs and brackets “BISMILLAH-AR-RAHMAN-AR-RAHIM (In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful)”, the following words, commas, signs and brackets shall be substituted, namely:—

“BISMILLAH-AR-RAHMAN-AR-RAHIM
(In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful)/
In the name of the Creator, the Merciful.”.

3. Amendment of the Preamble of the Constitution.—In the Preamble of the Constitution—

(a) in the first paragraph, for the words “a historic war for national independence” the words “a historic struggle for national liberation” shall be substituted; and

(b) for the second paragraph, the following paragraph shall be substituted, namely:—

“Pledging that the high ideals of nationalism, socialism, democracy and secularism, which inspired our heroic people to dedicate themselves to, and our brave martyrs to sacrifice their lives in, the national liberation struggle, shall be the fundamental principles of the Constitution;”.

4. Substitution of article 2A of the Constitution.—In the Constitution, for article 2A, the following article 2A shall be substituted, namely:—

“2A. **The State religion.**—The State religion of the Republic is Islam, but the State shall ensure equal status and equal right in the practice of the Hindu, Buddhist, Christian and other religions.”.

5. **Substitution of article 4A of the Constitution.**—In the Constitution, for article 4A, the following article 4A shall be substituted, namely:—

“4A. **Portrait of the Father of the Nation.**—The portrait of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman shall be preserved and displayed at the offices of the President, the Prime Minister, the Speaker and the Chief Justice and in head and branch offices of all government and semi-government offices, autonomous bodies, statutory public authorities, government and non-government educational institutions, embassies and missions of Bangladesh abroad.”.

6. **Substitution of article 6 of the Constitution.**—In the Constitution, for article 6, the following article 6 shall be substituted, namely:—

“6. **Citizenship.**—(1) The citizenship of Bangladesh shall be determined and regulated by law.

(2) The People of Bangladesh shall be known as Bangalees as a nation and the citizens of Bangladesh shall be known as Bangladeshies.”.

7. **Insertion of new articles 7A and 7B in the Constitution.**—In the Constitution, after article 7 the following two new articles 7A and 7B shall be inserted, namely:—

“7A. **Offence of abrogation, suspension, etc. of the Constitution.**—

(1) If any person, by show of force or use of force or by any other un-constitutional means

(a) abrogates, repeals or suspends or attempts or conspires to abrogate, repeal or suspend this Constitution or any of its article; or

(b) subverts or attempts or conspires to subvert the confidence, belief or reliance of the citizens to this Constitution or any of its article,

his such act shall be sedition and such person shall be guilty of sedition.

(2) If any person—

(a) abets or instigates any act mentioned in clause (1); or

(b) approves, condones, supports or ratifies such act,

his such act shall also be the same offence.

(3) Any person alleged to have committed the offence mentioned in this article shall be sentenced with the highest punishment prescribed for other offences by the existing laws.

7B. **Basic provisions of the Constitution are not amendable.**—

Notwithstanding anything contained in article 142 of the Constitution, the preamble, all articles of part I, all articles of

Part II, subject to the provisions of Part IXA all articles of Part III, and the provisions of articles relating to the basic structures of the Constitution including article 150 of Part XI shall not be amendable by way of insertion, modification, substitution, repeal or by any other means.” .

8. **Amendment of article 8 of the Constitution.**—In the Constitution, in article 8, for clauses (1) and (1A), the following clause (1) shall be substituted, namely:—

“(1) The principles of nationalism, socialism, democracy and secularism, together with the principles derived from those as set out in this Part, shall constitute the fundamental principles of state policy.”.

9. **Substitution of article 9 of the Constitution.**—In the Constitution, for article 9, the following article 9 shall be substituted, namely:—

“9. **Nationalism.**—The unity and solidarity of the Bangalee nation, which, deriving its identity from its language and culture, attained sovereign and independent Bangladesh through a united and determined struggle in the war of independence, shall be the basis of Bangalee nationalism.”.

10. **Substitution of article 10 of the Constitution.**—In the Constitution, for article 10, the following article 10 shall be substituted, namely:—

“10. **Socialism and freedom from exploitation.**—A socialist economic system shall be established with a view to ensuring the attainment of a just and egalitarian society, free from the exploitation of man by man.”.

11. **Substitution of article 12 of the Constitution.**—In the Constitution for article 12, the following article 12 shall be substituted, namely :—

“12. **Secularism and freedom of religion.**—The principle of secularism shall be realised by the elimination of—

- (a) communalism in all its forms;
- (b) the granting by the State of political status in favour of any religion;
- (c) the abuse of religion for political purposes;
- (d) any discrimination against, or persecution of, persons practicing a particular religion.”.

12. **Insertion of new article 18A.**—In the Constitution, after article 18, the following new article 18A shall be inserted, namely:—

“18A. **Protection and improvement of environment and bio-diversity.**—The State shall endeavour to protect and improve the environment and to preserve and safeguard the natural resources, bio-diversity, wetlands, forests and wild life for the present and future citizens.”.

13. Amendment of article 19 of the Constitution.—In the Constitution, in article 19, after clause (2), the following new clause (3) shall be added, namely:—

“(3) The State shall endeavour to ensure equality of opportunity and participation of women in all spheres of national life.”.

14. Insertion of new article 23A in the Constitution.—In the Constitution, after article 23, the following new article 23A shall be inserted, namely:—

“23A. **The culture of tribes, minor races, ethnic sects and communities.**—The State shall take steps to protect and develop the unique local culture and tradition of the tribes, minor races, ethnic sects and communities.”.

15. Amendment of article 25 of the Constitution.—In the Constitution, in article 25,—

- (i) in clause (1), the figure and brackets “(1)” shall be omitted; and
- (ii) clause (2) shall be omitted.

16. Substitution of article 38 of the Constitution.—In the Constitution, for article 38, the following article 38 shall be substituted, namely:—

“38. **Freedom of association.** Every citizen shall have the right to form associations or unions, subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interests of morality or public order:

Provided that no person shall have the right to form, or be a member of the said association or union, if —

- (a) it is formed for the purposes of destroying the religious, social and communal harmony among the citizens;
- (b) it is formed for the purposes of creating discrimination among the citizens, on the ground of religion, race, caste, sex, place of birth or language;
- (c) it is formed for the purposes of organizing terrorist acts or militant activities against the State or the citizens or any other country;
- (d) its formation and objects are inconsistent with the Constitution.”.

17. Amendment of article 42 of the Constitution.—In the Constitution, for clauses (2) and (3) of article 42, the following clause (2) shall be substituted, namely:—

“(2) A law made under clause (1) of this article shall provide for the acquisition, nationalisation or requisition with compensation and shall fix the amount of compensation or specify the principles on which, and the manner in which, the compensation is to be assessed and paid; but no such law shall be called in question in any court on the ground that any provision of the law in respect of such compensation is not adequate.”.

18. **Substitution of article 44 of the Constitution.**—In the Constitution, for article 44, the following article 44 shall be substituted, namely:—

“44. **Enforcement of fundamental rights.**—(1) The right to move the High Court Division in accordance with clause (1) of article 102, for the enforcement of the rights conferred by this Part is guaranteed.

(2) Without prejudice to the powers of the High Court Division under article 102, Parliament may by law empower any other court, within the local limits of its jurisdiction, to exercise all or any of those powers.”.

19. **Amendment of article 47 of the Constitution.**—In the Constitution, in article 47,—

- (i) in clause (2), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that nothing in this article shall prevent amendment, modification or repeal of any such law.”; and

- (ii) in clause (3), after the words “auxiliary forces” the words and comma æor any individual, group of individuals or organisation” shall be inserted.

20. **Omission of article 58A of the Constitution.**—In the Constitution, article 58A shall be omitted.

21. **Omission of CHAPTER IIA - NON-PARTY CARE-TAKER GOVERNMENT of the Constitution.**—In the Constitution, “CHAPTER IIA-NON-PARTY CARE-TAKER GOVERNMENT” shall be omitted.

22. **Substitution of article 61 of the Constitution.**—In the Constitution, for article 61, the following article 61 shall be substituted, namely:—

“61. **Supreme command.**—The supreme command of the defence services of Bangladesh shall vest in the President and the exercise thereof shall be regulated by law.”.

23. **Amendment of article 65 of the Constitution.**—In the Constitution in article 65,—

- (i) in clause (3), for the words “forty five seats” the words “fifty seats” shall be substituted; and

- (ii) after clause (3), the following new clause (3A) shall be inserted, namely:—

“(3A) For the remaining period of the Parliament in existence at the time of the commencement of the Constitution (Fifteenth Amendment) Act, 2011, Parliament shall consist of three hundred members elected by direct election provided for in clause (2) and fifty women members provided for in clause (3)”.

24. **Amendment of article 66 of the Constitution.**— In the Constitution, in article 66,—

- (i) in clause (2), in sub-clause (d), the word ‘or’ and sub-clause (dd) shall be omitted;
- (ii) after the omitted sub-clause (dd), the following new sub-clauses (e) and (f) shall be inserted, namely:—

“(e) has been convicted of any offence under the Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972;

(f) holds any office of profit in the service of the Republic other than an office which is declared by law not to be disqualified its holder; or”; and

- (iii) for clause (2A), the following clause (2A) shall be substituted, namely:—

“(2A) Notwithstanding anything contained in sub-clause (c) of clause (2) of this article, if any person being a citizen of Bangladesh by birth acquires the citizenship of a foreign State and thereafter such person—

- (i) in the case of dual citizenship, gives up the foreign citizenship; or
- (ii) in other cases, again accepts the citizenship of Bangladesh—

for the purposes of this article, he shall not be deemed to acquire the citizenship of a foreign State.

- (iv) after clause (2B), the following clause (3) shall be inserted, namely:—

“(3) For the purposes of this article, a person shall not be deemed to hold an office of profit in the service of the Republic by reason only that he is the President, the Prime Minister, the Speaker, the Deputy Speaker, a Minister, Minister of State or Deputy Minister.”.

25. **Substitution of article 70 of the Constitution.**—In the Constitution, for article 70, the following article 70 shall be substituted, namely:1—

“70. **Vacation of seat on resignation or voting against political party.**- A person elected as a member of Parliament at an election at which he was nominated as a candidate by a political party shall vacate his seat if he1

- (a) resigns from that party; or
- (b) votes in Parliament against that party;

but shall not thereby be disqualified for subsequent election as a member of Parliament.”.

26. Amendment of article 72 of the Constitution.—In the Constitution in first proviso of clause (1) of article 72 after the word “provided that” the following words “except the period of ninety days as mentioned in sub-clause (a) of clause (3) of article 123 for remaining term” shall be inserted.

27. Amendment of article 80 of the Constitution.—In the Constitution, in article 80,—

(i) For clause (3) the following clause (3) shall be substituted, namely:

“(3) The President within fifteen days after a Bill is presented to him, shall assent to the Bill or, in the case of a Bill other than a Money Bill, may return it to Parliament with a message requesting that the Bill or any particular provisions thereof be reconsidered, and that any amendments specified by him in the message be considered; and if he fails so to do he shall be deemed to have assented to the Bill at the expiration of that period.”;

(ii) in clause (4), the words “by the votes of a majority of the total number of members of Parliament” shall be omitted.

28. Amendment of article 82 of the Constitution.—In the Constitution, in article 82, in the proviso, after the words “provided that” the words “in any Money Bill” shall be inserted.

29. Amendment of article 88 of the Constitution.—In the Constitution, in article 88,

(a) in para (b), for sub-para (ii), the following sub-para (ii) shall be substituted, namely :

“(ii) the Judges of the Supreme Court;”;

(b) for para (c), the following para (c) shall be substituted, namely :

“(c) the administrative expences of, including remuneration payable to, officers and servants of Parliament, the Supreme Court, the Comptroller and Auditor-General, the Election Commission and the Public Service Commissions.”.

30. Amendment of article 93 of the Constitution.—In the Constitution, in article 93, in clause (1), for the words “Parliament stands dissolved or is not in session” the following words Parliament stands dissolved or is not in session” shall be substituted.

31. Substitution of CHAPTER I of PART VI of the Constitution.—In the Constitution, in Part VI, for the CHAPTER I, the following CHAPTER I shall be substituted, namely:

“CHAPTER I-THE SUPREME COURT

94. Establishment of Supreme Court.—

(1) There shall be a Supreme Court for Bangladesh (to be known as the Supreme Court of Bangladesh) comprising the Appellate Division and the High Court Division.

(2) The Supreme Court shall consist of the Chief Justice, to be known as the Chief Justice of Bangladesh, and such number of other Judges as the President may deem it necessary to appoint to each division.

(3) The Chief Justice, and the Judges appointed to the Appellate Division, shall sit only in that division, and the other Judges shall sit only in the High Court Division.

(4) Subject to the provisions of this Constitution the Chief Justice and the other Judges shall be independent in the exercise of their judicial functions.

95. Appointment of Judges.—

(1) The Chief Justice shall be appointed by the President, and the other Judges shall be appointed by the President after consultation with the Chief Justice.

(2) A person shall not be qualified for appointment as a Judge unless he is a citizen of Bangladesh and—

- (a) has, for not less than ten years, been an advocate of the Supreme Court; or
- (b) has, for not less than ten years, held judicial office in the territory of Bangladesh; or
- (c) has such qualifications as may be prescribed by law for appointment as a Judge of the Supreme Court.

(3) In this article, "Supreme Court" includes a Court which at any time before the commencement of this Constitution, exercised jurisdiction as a High Court in the territory of Bangladesh.

96. Tenure of office of Judges.—

(1) Subject to the other provisions of this article, a Judge shall hold office until he attains the age of sixty-seven years.

(2) A Judge shall not be removed from his office except in accordance with the following provisions of this article.

(3) There shall be a Supreme Judicial Council, in this article referred to as the Council, which shall consist of the Chief Justice of Bangladesh, and the two next senior Judges:

Provided that if, at any time, the Council is inquiring into the capacity or conduct of a Judge who is a member of the Council, or a member of the Council is absent or is unable to act due to illness or other cause, the Judge who is next in seniority to those who are members of the Council shall act as such member.

- (4) The function of the Council shall be—
- (a) to prescribe a Code of Conduct to be observed by the Judges; and
 - (b) to inquire into the capacity or conduct of a Judge or of any other functionary who is not removable from office except in like manner as a Judge.
- (5) Where, upon any information received from the Council or from any other source, the President has reason to apprehend that a Judge—
- (a) may have ceased to be capable of properly performing the functions of his office by reason of physical or mental incapacity, or
 - (b) may have been guilty of gross misconduct, the President may direct the Council to inquire into the matter and report its finding.
- (6) If, after making the inquiry, the Council reports to the President that in its opinion the Judge has ceased to be capable of properly performing the functions of his office or has been guilty of gross misconduct, the President shall, by order, remove the Judge from office.
- (7) For the purpose of an inquiry under this article, the Council shall regulate its procedure and shall have, in respect of issue and execution of processes, the same power as the Supreme Court.
- (8) A Judge may resign his office by writing under his hand addressed to the President.

97. Temporary appointment of Chief Justice.—

If the office of the Chief Justice becomes vacant, or if the President is satisfied that the Chief Justice is, on account of absence, illness, or any other cause, unable to perform the functions of his office, those functions shall, until some other person has entered upon that office, or until the Chief Justice has resumed his duties, as the case may be, be performed by the next most senior Judge of the Appellate Division.

98. Additional Supreme Court Judges.—

Notwithstanding the provisions of article 94, if the President is satisfied that the number of the Judge of a division of the Supreme Court should be for the time being increased, the President may appoint one or more duly qualified persons to be Additional Judges of that division for such period not exceeding two years as he may specify, or, if he thinks fit, may require a Judge of the High Court Division to sit in the Appellate Division for any temporary period:

Provided that nothing in this article shall prevent a person appointed as an Additional Judge from being appointed as a Judge under article 95 or as an Additional Judge for a further period under this article.

99. Disabilities of Judges after retirement.—

(1) A person who has held office as a Judge (otherwise than as an Additional Judge pursuant to the provisions of article 98), shall not, after his retirement or removal therefrom, plead or act before any court or authority or hold any office or profit in the service of the Republic not being a judicial or quasi-judicial office.

(2) Notwithstanding anything contains in clause (1), a person who has held office as a Judge of the High Court Division may, after his retirement or removal therefrom, plead or act before the Appellate Division.

100. Seat of Supreme Court.—

The permanent seat of the Supreme Court shall be in the capital, but sessions of the High Court Division may be held at such other place or places as the Chief Justice may, with the approval of the President, from time to time appoint.

101. Jurisdiction of High Court Division.—

The High Court Division shall have such original, appellate and other jurisdictions and powers as are conferred on it by this Constitution or any other law.

102. Powers of High Court Division to issue certain orders and directions, etc.—

(1) The High Court Division on the application of any person aggrieved, may give such directions or orders to any person or authority, including any person performing any function in connection with the affairs of the Republic, as may be appropriate for the enforcement of any of the fundamental rights conferred by part III of this Constitution.

(2) The High Court Division may, if satisfied that no other equally efficacious remedy is provided by law—

(a) on the application of any person aggrieved, make an order—

- (i) directing a person performing any functions in connection with the affairs of the Republic or of a local authority, to refrain from doing that which he is not permitted by law to do or to do that which he is required by law to do; or
- (ii) declaring that any act done or proceeding taken by a person performing functions in connection with the affairs of the Republic or of a local authority, has been done or taken without lawful authority and is of no legal effect; or

(b) on the application of any person, make an order—

- (i) directing that a person in custody be brought before it so that it may satisfy itself that he is not being held in custody without lawful authority or in an unlawful manner; or
- (ii) requiring a person holding or purporting to hold a public office to show under what authority he claims to hold that office.

(3) Notwithstanding anything contained in the foregoing clauses, the High Court Division shall have no power under this article to pass any interim or other order in relation to any law to which article 47 applies.

(4) Whereon an application made under clause (1) or sub-clause (a) of clause (2), an interim order is prayed for and such interim order is likely to have the effect of—

- (a) prejudicing or interfering with any measure designed to implement any development programme, or any development work; or
- (b) being otherwise harmful to the public interest, the High Court Division shall not make an interim order unless the Attorney-General has been given reasonable notice of the application and he (or an advocate authorised by him in that behalf) has been given an opportunity or being heard, and the High Court Division is satisfied that the interim order would not have the effect referred to in sub-clause (a) or sub-clause (b).

(5) In this article, unless the context otherwise requires, a person” includes a statutory public authority and any court or tribunal, other than a court or tribunal established under a law relating to the defence services of Bangladesh or any disciplined force or a tribunal to which article 117 applies.

103. Jurisdiction of Appellate Division.—

(1) The Appellate Division shall have jurisdiction to hear and determine appeals from judgments, decrees, orders or sentences of the High Court Division.

(2) An appeal to the Appellate Division from a judgment, decree, order or sentence of the High Court Division shall lie as of right where the High Court Division—

- (a) certifies that the case involves a substantial question of law as to the interpretation of this Constitution; or
- (b) has confirmed a sentence of death or sentenced a person to death or to imprisonment for life; or

- (c) has imposed punishment on a person for contempt of that division; and in such other cases as may be provided for by Act of Parliament.

(3) An appeal to the Appellate Division from a judgment, decree, order or sentence of the High Court Division in a case to which clause (2) does not apply shall lie only if the Appellate Division grants leave to appeal.

(4) Parliament may by law declare that the provisions of this article shall apply in relation to any other court or tribunal as they apply in relation to the High Court Division.

104. Issue and execution of processes of Appellate Division.—

The Appellate Division shall have power to issue such directions, orders, decrees or writs as may be necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it, including orders for the purpose of securing the attendance of any person or the discovery or production of any document.

105. Review of Judgments or orders by Appellate Division.—

The Appellate Division shall have power, subject to the provisions of any Act of Parliament and of any rules made by that division to review any judgment pronounced or order made by it.

106. Advisory jurisdiction of Supreme Court.—

If at any time it appears to the President that a question of law has arisen, or is likely to arise, which is of such a nature and of such public importance that it is expedient to obtain the opinion of the Supreme Court upon it, he may refer the question to the Appellate Division for consideration and the divisions may, after such hearing as it thinks fit, report its opinion thereon to the President.

107. Rule making power of the Supreme Court.—

(1) Subject to any law made by Parliament the Supreme Court may, with the approval of the President, make rules for regulating the practice and procedure of each division of the Supreme Court and of any court subordinate to it.

(2) The Supreme Court may delegate any of its functions under clause (1) and article 113 and 116 to a division of that Court or to one or more Judges.

(3) Subject to any rules made under this article the Chief Justice shall determine which Judges are to constitute any Bench of a division of the Supreme Court and which Judges are to sit for any purpose.

(4) The Chief Justice may authorise the next most senior-Judge of either Division of the Supreme Court to exercise in that division any of the powers conferred by clause (3) or by rules made under this article.

108. Supreme Court as court of record.—

The Supreme Court shall be a court of record and shall have all the powers of such a court including the power subject to law to make and order for the investigation of or punishment for any contempt of itself.

109. Superintendence and control over courts.—

The High Court Division shall have superintendence and control over all courts and tribunals subordinate to it.

110. Transfer of cases from subordinate courts to High Court Division.—

If the High Court Division is satisfied that a case pending in a Court subordinate to it involves a substantial question of law as to the interpretation of this Constitution, or on a point of general public importance, the determination of which is necessary for the disposal of the case, it shall withdraw the case from that court and may—

- (a) either dispose of the case itself; or
- (b) determine the question of law and return the case to the court from which it has been so withdrawn (or transfer it to another subordinate court) together with a copy of the judgment of the division on such question, and the court to which the case is so returned or transferred shall, on receipt thereof, proceed to dispose of the case in conformity with such judgment.

111. Binding effect of Supreme Court judgments.—

The law declared by the Appellate Division shall be binding on the High Court Division and the law declared by either division of the Supreme Court shall be binding on all courts subordinate to it.

112. Action in aid of Supreme Court.—

All authorities, executive and judicial, in the Republic shall act in aid of the Supreme Court.

113. Staff of Supreme Court.—

(1) Appointments of the staff of the Supreme Court shall be made by the Chief Justice or such other judge or officer of that Court as he may direct, and shall be made in accordance with rules made with the previous approval of the President by the Supreme Court.

(2) Subject to the provisions of any Act of Parliament the conditions of service of members of the staff of the Supreme Court shall be such as may be prescribed by rules made by that court.”.

32. **Substitution of article 116 of the Constitution.**—In the Constitution, for article 116, the following article 116 shall be substituted, namely:—

“116. **Control and discipline of subordinate courts.**—The control (including the power of posting, promotion and grant of leave) and discipline of persons employed in the judicial service and magistrates exercising judicial functions shall vest in the President and shall be exercised by him in consultation with the Supreme Court.”.

33. **Amendment of article 117 of the Constitution.**—In the Constitution, in article 117, in clause (1), for sub-clause (c), the following sub-clause (c) shall be substituted, namely :

“(c) any law to which clause (3) of article 102 applies.”;

34. **Omission of PART VIA of the Constitution.**—In the Constitution, Part VIA shall be omitted.

35. **Amendment of article 118 of the Constitution.**—In the Constitution, in article 118,

(a) in clause (1), for the words and commas “a Chief Election Commissioner and such number of other Election Commissioners if any, as the President may from time to time direct,” the following words “the Chief Election Commissioner and not more than four Election Commissioners” shall be substituted; and

(b) in clause (5), for the words “Supreme Court”, the following words “Supreme Court” shall be substituted.

36. **Amendment of article 122 of the Constitution.**—In the Constitution, in article 122, in clause (2), for the sub-clauses (c) and (d), the following sub-clauses (c), (d) and (e) shall be substituted, namely:—

“(c) does not stand declared by a competent court to be of unsound mind;

(d) is or is deemed by law to be a resident of that constituency; and

(e) has not been convicted of any offence under the Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972.”.

37. **Amendment of article 123 of the Constitution.**— In the Constitution, in article 123, for clause (3), the following clause (3) shall be substituted, namely:—

“(3) A general election of the members of Parliament shall be held—

(a) in the case of a dissolution by reason of the expiration of its term, within the period of ninety days preceding such dissolution; and

(b) in the case of a dissolution otherwise than by reason of such expiration, within ninety days after such dissolution:

Provided that the persons elected at a general election under sub-clause (a) shall not assume office as members of Parliament except after the expiration of the term referred to therein.”.

38. Amendment of article 125 of the Constitution.—In the Constitution, in article 125, at the end of the clause (d) for the full stop, the semi colon shall be substituted, and, after clause (d) the following new clause (e) shall be added, namely :

“(e) A court shall not pass any order or direction, ad interim or otherwise, in relation to an election for which schedule has been announced unless the Election Commission has been given reasonable notice and an opportunity of being heard.”.

39. Amendment of article 129 of the Constitution.— In the Constitution, in article 129, in clause (2), for the words “the Supreme Court”, the following words “Supreme Court” shall be substituted.;

40. Amendment of article 139 of the Constitution.— In the Constitution, in article 139, in clause (2), for the words “Supreme Court”, the following words “Supreme Court” shall be substituted.;

41. Amendment of article 141A of the Constitution.— In the Constitution, in article 141A—

(a) in clause (1), after the word “Emergency” the words “for one hundred twenty days” shall be added;

(b) in clause (2), in sub-clause (c), the words and comma “,unless before the expiration of that period it has been approved by a resolution of Parliament” shall be omitted;

(c) in the proviso of clause (2), after the words “passed by Parliament” the words and comma “or at the expiration of one hundred and twenty days, whichever occurs first” shall be added.

42. Substitution of article 142 of the Constitution.—In the Constitution, for article 142, the following article 142 shall be substituted, namely:—

“142. **Power to amend any provision of the Constitution.**— Notwithstanding anything contained in this Constitution —

(a) any provision thereof may be amended by way of addition, alteration, substitution or repeal by Act of Parliament:

Provided that —

- (i) no Bill for such amendment shall be allowed to proceed unless the long title thereof expressly states that it will amend a provision of the Constitution;
 - (ii) no such Bill shall be presented to the President for assent unless it is passed by the votes of not less than two-thirds of the total number of members of Parliament;
- (b) when a Bill passed as aforesaid is presented to the President for his assent he shall, within the period of seven days after the Bill is presented to him assent to the Bill, and if he fails so to do he shall be deemed to have assented to it on the expiration of that period.”.

43. Substitution of article 145A of the Constitution.—In the Constitution, for article 145A, the following article 145A shall be substituted, namely:—

“145A. **International treaties.**—All treaties with foreign countries shall be submitted to the President, who shall cause them to be laid before Parliament:

Provided that any such treaty connected with national security shall be laid in a secret session of Parliament.”.

44. Amendment of article 147 of the Constitution.—In the Constitution, in article 147, in clause (4),—

- (i) for sub-clause (b), the following sub-clause (b) shall be substituted, namely:—

“(b) Prime Minister;” and

- (ii) for sub-clause (d), the following sub-clause (d) shall be substituted, namely:—

“(d) Minister, Minister of State or Deputy Minister;”.

45. Substitution of article 150 of the Constitution.—In the Constitution, for article 150, the following article 150 shall be substituted, namely:—

“150. **Transitional and temporary provisions.**—(1) The provisions set out in the Fourth Schedule of the Constitution at the time of the commencement of this Constitution on the 16th day of December, 1972 shall have effect as transitional and temporary provisions notwithstanding anything contained in any other provisions of this Constitution.

(2) In the period between the 7th day of March, 1971 and the date of commencement of this Constitution on the 16th day of December, 1972, the historical speech delivered by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the Father of the Nation, in the Rescource Moidan on the 7th day of March, 1971, set out in the Fifth Schedule of the Constitution, the telegram of the declaration of independence of Bangladesh made by Sheikh Mujibur Rahman, the Father of the Nation on the 26th day of March, 1971 set out in the Sixth Schedule and the proclamation of independence of the Mujibnagar Government on the 10th day of April, 1971 set out in the Seventh Schedule are the historical speech and instruments of the independence and the struggle of freedom of Bangladesh which shall be deemed to be the transitional and the temporary provision for the said period.”.

46. Amendment of article 152 of the Constitution.—In this Constitution, in article 152, in clause (1),—

- (a) The expression “Advisor” shall be omitted;
- (b) for the words and expressions ““the Appellate Division” means the Appellate Division of the Supreme Court” and “The Chief Justice” means the Chief Justice of Bangladesh””, the following words and expressions ““The Chief Justice” means the Chief Justice of Bangladesh” and “the Appellate Division” means the Appellate Division of the Supreme Court”” shall be substituted respectively.
- (c) after the expression “clause”, the following new expression shall be inserted, namely:—

““court” means any court of law including Supreme Court;”; and
- (d) the expression “Chief Advisor” shall be omitted.

47. Amendment of First Schedule of the Constitution.—In Constitution, in the First Schedule, after the words, figures, comma, brackets and full stop “The Bangladesh (Taking over of Control and Management of Industrial and Commercial Concerns) Order, 1972 (A.P.O No.1 of 1972) the words, figures, comma, brackets and full stop “The Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972 (P.O.No.8 of 1972).” shall be inserted.

48. Amendment of the Third Schedule of the Constitution.—In the Constitution, in the Third Schedule—

- (a) In Form 1, for the words “Chief Justice” the word “Speaker” shall be substituted;
- (b) Form 1A shall be omitted;

- (c) In Form 2, for the words “Prime Minister”, The following words “Prime Minister” shall be substituted;
- (d) Form 2A shall be omitted;
- (e) for Form 6, the following Form 6 shall be substituted, namely :—
- “6. Chief Justice or Judges.**—An oath (or affirmation) in the following forms shall be administered, in the case of the Chief Justice by the President, and in the case of a Judge appointed to a division, by the Chief Justice—
- “I,, having been appointed Chief Justice of Bangladesh (or Judge of the Appellate/High Court Division of the Supreme Court) do solemnly swear (of affirm) that I will faithfully discharge the duties of my office according to law :
- That I will bear true faith and allegiance to Bangladesh :
- That I will preserve, protect and defend the Constitution and the laws of Bangladesh :
- And that I will do right to all manner of people according to law, without fear of favour, affection or ill-will.”; and
- (f) in Form 8, for the words “Chief Justice” the words “Chief Justice” shall be substituted.

49. Amendment of the Fourth Schedule of the Constitution.—In the Constitution, in the Fourth Schedule,—

- (a) For the word and figure “Article 150”, the word, figure and brackets “Article 150(1)” shall be substituted; and
- (b) for Articles 12, the following Article 12 shall be substituted, namely :
- “12. Local government.**—Until elections are held to constitute the local government bodies referred to in article 59, the administrative arrangements existing in the different administrative units of the Republic immediately before the commencement of this Constitution shall continue, subject to such changes as may be made by law.”; and
- (c) Articles 3A, 6A, 6B, 18, 19, 20, 21, 22 and 23 shall be omitted.

50. **Addition of certain new Schedules in the Constitution.**—In the Constitution, after the Fourth Schedule the following new Schedules respectively Fifth, Sixth and Seventh shall be added, namely:—

FIFTH SCHEDULE
[Article 150(2)]

HISTORIC SPEECH OF THE FATHER OF THE NATION, BANGABANDHU
SHEIKH MUJIBUR RAHMAN OF THE 7TH MARCH, 1971

My brothers,

I have come before you today with a heart laden with sadness. You are aware of everything and know all. We have tried with our lives. And yet the sadness remains that today, in Dhaka, Chittagong, Khulna, Rajshahi and Rangpur the streets are soaked in the blood of my brothers. Today the people of Bengal desire emancipation, the people of Bengal wish to live, the people of Bengal demand that their rights be acknowledged.

What wrong have we committed? Following the elections, the people of Bangladesh entrusted me and the Awami League with the totality of their electoral support. It was our expectation that the Parliament would meet, there we would frame our Constitution, that we would develop this land, that the people of this country would achieve their economic, political and cultural freedom. But it is a matter of grief that today we are constrained to say in all sadness that the history of the past twenty three years has been the history of a persecution of the people of Bengal, a history of the blood of the people of Bengal. This history of the past twenty three years has been one of the agonising cries of men and women.

The history of Bengal has been a history where the people of this land have made crimson the streets and highways of this land with their blood. We gave blood in 1952; in 1954, we won the elections and yet were not permitted to exercise power. In 1958, Ayub Khan imposed Martial Law and kept the nation in a state of slavery for ten long years. On 7 June 1966, as they rose in support of the Six-Point movement, the sons of my land were mown down in gunfire. When Yahya Khan took over once Ayub Khan fell in the fury of the movement of 1969, he promised that he would give us a Constitution, give us democracy. We put our faith on him. And then history moved a long way, the elections took place. I have met President Yahya Khan. I appealed to him, not just as the majority leader in Bengal but also as the majority leader in Pakistan, to convene the National Assembly on 15 February. He did not pay heed to my appeal. He paid heed to Mr. Bhutto. And he said that the assembly would be convened in the first week

of March. I went along with him and said we would sit in the parliament. I said that we would discuss matters in the Assembly. I even went to the extent of suggesting that despite our being in a majority, if anyone proposes anything that is legitimate and right, we would accept his proposal.

Mr. Bhutto came here. He held negotiations with us, and when he left, he said that the door to talk had not closed, that more discussions would take place. After that, I spoke to other political leaders. I told them to join me in deliberations so that we could give shape to a Constitution for the country. But Mr. Bhutto said that if members elected from West Pakistan came here, the Assembly would turn into a slaughter house, an abattoir. He warned that anyone who went to the Assembly would end up losing his life. He issued dire warnings of closing down all the shop from Peshawar to Karachi if the Assembly Session went ahead. I said that the Assembly Session would go ahead. And then, suddenly, on the first of March the Assembly Session was put off. Mr. Yahya Khan, in exercise of his powers as president, had called the National Assembly into Session; and I had said that I would go to the Assembly. Mr. Bhutto said he would not go. Thirty five members came here from West Pakistan. And suddenly the Assembly was put off. The blame was placed squarely on the people of Bengal, the blame was put at my door. Once the Assembly meeting was postponed, the people of this land decided to put up resistance to the act.

I enjoined upon them to observe a peaceful general strike. I instructed them to close down all factories and industrial installations. The people responded positively to my directives. Through sheer spontaneity they emerged on to the streets. They were determined to pursue their struggle through peaceful means.

What have we attained? The weapons we have bought with our money to defend the country against foreign aggression are being used against the poor and down-trodden of my country today. It is their hearts the bullets pierce today. We are the majority in Pakistan. Whenever we Bengalis have attempted to ascend to the heights of power, they have swooped upon us.

I have spoken to him over telephone. I told him, æMr. Yahya Khan, you are the President of Pakistan. Come, be witness to the inhuman manner in which the people of my Bengal are being murdered, to the way in which the mothers of my land are being deprived of their sons.” I told him, “come, see and dispense justice”. But he construously said that I had agreed to participate in a Round Table Conference to be held on 10 March. I have already said a long time ago, what RTC? With whom do I sit down to talk? Do I fraternise with those who

have taken the blood of my people? All of a sudden, without discussing matters with me and after a secret meeting lasting five hours, he has delivered a speech in which he has placed all responsibility for the impasse on me, on the people of Bengal.

My brothers,

They have called the Assembly for the twenty-fifth. The marks of blood have not yet dried up. I said on the tenth that Mujibur Rahman would not walk across that blood to take part in a Round Table Conference. You have called the Assembly. But my demands must be met first. Martial Law must be withdrawn. All military personnel must be taken back to the barracks. An inquiry must be conducted into the manner in which the killings have been caused. And power must be transferred to the elected representatives of the people. And only then shall we consider the question of whether or not to sit in the National Assembly. Prior to the fulfilment of our demands, we cannot take part in the Assembly.

I do not desire the office of Prime Minister. I wish to see the rights of the people of this country established. Let me make it clear, without ambiguity, that beginning today, in Bangladesh, all courts, magistracies, government offices and educational institutions will remain closed for an indefinite period. In order that the poor do not suffer, in order that my people do not go through pain, all other activities will continue, will not come within the ambit of the general strike from tomorrow. Rickshaws, horse carriages, trains and river vessels will ply. The Supreme Court, High Court, Judge's Court, semi-government offices, WAPDA,- nothing will work. Employees will collect their salaries on the twenty-eighth. But if the salaries are not paid, if another bullet is fired, if any more of the people are murdered, it is my directive to all of you: turn every house into a fortress, resist the enemy with everything you have. And for the sake of life, even if I am not around to guide you, direct you, close off all roads and pathways.

We will strive them into submission. We will submerge them in water. You are our brothers. Return to your barracks and no harm will come to you. But do not try to pour bullets into my heart again. You cannot keep seventy five million people in bondage. Now that we have learnt to die, no power on earth can keep us in subjugation.

For those who have embraced martyrdom, and for those who have sustained injuries we in the Awami League will do all we can to relieve their tragedy. Those among you who can please lend a helping hand through contributing to our relief committee. The owners of industries will make certain that the wages

of workers who have taken part in the strike for the past week are duly paid to them. I shall tell employees of the government, my word must be heard, and my instructions followed. Until freedom comes to my land, all taxes will be held back from payment. No one will pay them. Bear in mind that the enemy has infiltrated our ranks to cause confusion and sow discord among us. In our Bengal, everyone, be he Hindu or Muslim, Bengali or non-Bengali, is our brother. It is our responsibility to ensure their security. Our good name must not be sullied.

And remember, employees at radio and television, if radio does not get our message across, no Bengali will go to the radio station. If television does not put forth our point of view, no Bengali will go to television. Banks will remain open for two hours to enable people to engage in transactions. But there will be no transfer of even a single penny from East Bengal to West Pakistan. Telephone and telegram services will continue in East Bengal and news can be despatched overseas.

But if moves are made to exterminate the people of this country, Bengalis must act with caution. In every village, every neighbourhood, set up Sangram Parishad under the leadership of the Awami League. And be prepared with whatever you have. Remember: Having mastered the lesson of sacrifice, we shall give more blood. God willing, we shall free the people of this land. The struggle this time is a struggle for emancipation. The struggle this time is a struggle for independence.

Joi Bangla!

SIXTH SCHEDULE

[Article 150(2)]

DECLARATION OF INDEPENDENCE

BY

**THE FATHER OF THE NATION, BANGABANDHU SHEIKH MUJIBUR
RAHAMAN SHORTLY AFTER MIDNIGHT OF 25TH MARCH, i.e. EARLY
HOURS OF 26TH MARCH, 1971**

“This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.

Sheikh Mujibur Rahman
26 March 1971”

SEVENTH SCHEDULE

[Article 150 (2)]

THE PROCLAMATION OF INDEPENDENCE

MUJIBNAGAR, BANGLADESH

Dated 10th day of April, 1971.

WHEREAS free elections were held in Bangladesh from 7th December, 1970 to 17th January, 1971, to elect representatives for the purpose of framing a Constitution,

AND

WHEREAS at these elections the people of Bangladesh elected 167 out of 169 representatives belonging to the Awami League,

AND

WHEREAS General Yahya Khan summoned the elected representatives of the people to meet on the 3rd March, 1971, for the purpose of framing a Constitution,

AND

WHEREAS the Assembly so summoned was arbitrarily and illegally postponed for an indefinite period,

AND

WHEREAS instead of fulfilling their promise and while still conferring with the representatives of the people of Bangladesh, Pakistan authorities declared an unjust and treacherous war,

AND

WHEREAS in the facts and circumstances of such treacherous conduct BangaBandhu Sheikh Mujibur Rahaman, the undisputed leader of 75 million of people of Bangladesh, in due fulfilment of the legitimate right of self-determination of the people of Bangladesh, duly made a declaration of independence at Dacca on March 26, 1971, and urged the people of Bangladesh to defend the honour and integrity of Bangladesh,

AND

WHEREAS in the conduct of a ruthless and savage war the Pakistani authorities committed and are still continuously committing numerous acts of genocide and unprecedented tortures, amongst others on the civilian and unarmed people of Bangladesh,

AND

WHEREAS the Pakistan Government by levying an unjust war and committing genocide and by other repressive measures made it impossible for the elected representatives of the people of Bangladesh to meet and frame a Constitution, and give to themselves a Government,

AND

WHEREAS the people of Bangladesh by their heroism, bravery and revolutionary fervour have established effective control over the territories of Bangladesh,

We the elected representatives of the people of Bangladesh, as honour bound by the mandate given to us by the people of Bangladesh whose will is supreme duly constituted ourselves into a Constituent Assembly, and

having held mutual consultations, and

in order to ensure for the people of Bangladesh equality, human dignity and social justice,

declare and constitute Bangladesh to be a sovereign People's Republic and thereby confirm the declaration of independence already made by BangaBandhu Sheikh Mujibur Rahaman, and

do hereby affirm and resolve that till such time as a Constitution is framed, BangaBandhu Sheikh Mujibur Rahaman shall be the President of the Republic and that Syed Nazrul Islam shall be the Vice-President of the Republic, and

that the President shall be the Supreme Commander of all the Armed Forces of the Republic,

shall exercise all the Executive and Legislative powers of the Republic including the power to grant pardon,

shall have the power to appoint a Prime Minister and such other Ministers as he considers necessary,

shall have the power to levy taxes and expend monies,

shall have the power to summon and adjourn the Constituent Assembly, and

do all other things that may be necessary to give to the people of Bangladesh and orderly and just Government.

We the elected representatives of the people of Bangladesh do further resolve that in the event of there being no President or the President being unable to enter upon his office or being unable to exercise his powers due to any reason whatsoever, the Vice-President shall have and exercise all the powers, duties and responsibilities herein conferred on the President,

We further resolve that we undertake to observe and give effect to all duties and obligations that devolve upon us as a member of the family of nations and to abide by the Charter of the United Nations.

We further resolve that this Proclamation of Independence shall be deemed to have come into effect from 26th day of March, 1971.

We further resolve that in order to give effect to this instrument we appoint Prof. Yusuf Ali our duly Constituted potentiary and to give to the President and the Vice-President oaths of office.

PROF. YUSUF ALI
Duly Constituted Potentiary
By and under the authority
of the Constituent Assembly
of Bangladesh.”

আশফাক হামিদ
সচিব।